প্রেস রিলিজ

ন্যায়বিচার নিশ্চিতে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের নির্দেশ সিএমএম চট্টগ্রামের

১৭ মে ২০২৫ খ্রি. তারিখ চট্টগ্রাম চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উদ্যোগে আদালতের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মোঃ সোয়েব উদ্দীন খান, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, মোঃ আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ মোস্তফা, এস. এম. আলাউদ্দিন মাহমুদ ও নুসরাত জাহান জিনিয়া।

তাছাড়া অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশিনার (প্রসিকিউশন) মোঃ মফিজ উদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সৈয়দ মাহবুবুল হক, চমেক পরিচালকের প্রতিনিধি ডা. জুনায়েদ আহমেদ, ফরেনসিক মেডিসিনের ডাক্তার খালেদ হাসান, টুরিস্ট পুলিশের প্রতিনিধি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিআইডি) প্রতিনিধিসহ পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, জেলার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য অংশীজন উপস্থিত ছিলেন। কনফারেন্সে আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মোঃ মফিজুল হক ভূইয়া।

কনফারেন্সের শুরুতে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরেন এবং ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো দূর করতে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানাগুলোকে নির্দেশ প্রদান করেন।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট থানার অফিসার ইন-চার্জদের তদন্ত করার সময় বিভিন্ন মামলার আলামত যথাযথভাবে জব্দ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের আরো প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।

কনফারেন্সে আগত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি জানান যে, এখন হতে রেকর্ড দেখে মেডিকেল সনদ প্রদান করা হবে এবং ডাক্তার সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য একজন ফোকাল

পার্সন নিয়োগ করা হবে। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা প্রতিরোধমূলক। তাই ৫৪ ধারার ব্যবহার কম করতে হবে। রিমান্ড শুনানীর সময় তদন্তকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তার সমাপনী বক্তব্যে অর্থ ঋণ আদালত ও পারিবারিক আদালতের ওয়ারেন্ট দ্রুততম সময়ের মধ্যে তামিল করার গুরুত্ব আরোপ করেন। মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ঠ সকল বিভাগকে একযোগে ব্যক্তির স্বার্থে উর্দ্ধে উঠে বিচার প্রার্থী মানুষের কল্যাণে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

কনফারেন্সে আগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কনফারেন্সে সমাপ্তি ঘোষণা করেন বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান।

চট্টগ্রাম রবিবার ১৮ মে ২০২৫

দৈনিক পূর্বকোণ

দেশসেরা আঞ্চলিক দৈনিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

রেজিঃ নম্বর-চ-৮৯ । । ৪০তম বর্ষ ৮৭তম সংখ্যা । । ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ । । ১৯ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরি । । Sunday 18 May 2025 । । ৮ পৃষ্ঠার মূল্য ৭ টাকা

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

চট্টগ্রাম চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উদ্যোগে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স

বিচার প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা দূর করতে নির্দেশ সিএমএম কাজী মিজানুরের

চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো দূর করতে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানাগুলোকে নির্দেশ প্রদান করেন। চট্টগ্রাম চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উদ্যোগে আদালতের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে সভাপতির বক্তব্যে তিনি গতকাল এ নির্দেশ দেন। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, থানার অফিসার ইন-চার্জদের তদন্ত করার সময় বিভিন্ন মামলার আলামত যথাযথভাবে জব্দ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের আরো প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন। সমাপনী বক্তব্যে তিনি অর্থ ঋণ আদালত ও পারিবারিক আদালতের ওয়ারেন্ট দ্রুততম সময়ে তামিল করার গুরুত্ব আরোপ করেন। মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে একযোগে ব্যক্তির স্বার্থে উর্ধ্বে উঠে বিচার প্রার্থী মানুষের কল্যাণে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। কনফারেন্সে

● ৪র্থ পৃষ্ঠার ৭ম ক.

চট্টগ্রাম রবিবার ১৮ মে ২০২৫

দৈনিক পূর্বকোণ

দেশসেরা আঞ্চলিক দৈনিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

রেজিঃ নম্বর-চ-৮৯ । । ৪০তম বর্ষ ৮৭তম সংখ্যা । । ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ । । ১৯ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরি । । Sunday 18 May 2025 । । ৮ পৃষ্ঠার মূল্য ৭ টাকা

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

বিচার প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা দূর করতে

● ৮ম পৃষ্ঠার পর

চমেক হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি জানান, এখন হতে রেকর্ড দেখে মেডিকেল সনদ প্রদান করা হবে এবং ডাক্তার সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য একজন ফোকাল পার্সন নিয়োগ করা হবে। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা প্রতিরোধমূলক। তাই ৫৪ ধারার ব্যবহার কম করতে হবে। রিমান্ড শুনানির সময় তদন্তকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, চসিক স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মো. সোয়েব উদ্দীন খান, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, মো. আবু বকর সিদ্দিক, মো. আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ মোস্তফা, এস এম আলাউদ্দিন মাহমুদ ও নুসরাত জাহান জিনিয়া। আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশিনার (প্রসিকিউশন) মো. মফিজ উদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহবুবুল হক, চমেক পরিচালকের প্রতিনিধি ডা. জুনায়েদ আহমেদ, ফরেনসিক মেডিসিনের ডাক্তার খালেদ হাসান, মহনগর পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মফিজুল হক ভূইয়া, টুরিস্ট পুলিশের প্রতিনিধি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিআইডি) প্রতিনিধিসহ পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, জেলার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য অংশীজন।-বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক আজাদী

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র

প্রতিষ্ঠাতা: আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয়

চট্টগ্রাম চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উদ্যোগে গতকাল শনিবার আদালতের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মো. সোয়েব উদ্দীন খান, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, মো. আবু বকর সিদ্দিক, মো. আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ মোস্তফা, এস এম আলাউদ্দিন মাহমুদ ও নুসরাত জাহান জিনিয়া, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশিনার (প্রসিকিউশন) মো. মফিজ উদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহবুবুল হক, চমেক পরিচালকের প্রতিনিধি ডা. জুনায়েদ আহমেদ, ফরেনসিক মেডিসিনের চিকিৎসক খালেদ হাসান, ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রতিনিধি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিআইডি) প্রতিনিধিসহ পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, জেলার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য অংশীজন উপস্থিত ছিলেন। কনফারেন্সে আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মফিজুল হক ভূঁইয়া।

কনফারেন্সের শুরুতে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরেন এবং ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো দূর করতে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানাগুলোকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি থানার অফিসার ইন-চার্জদের তদন্ত করার সময় মামলার আলামত যথাযথভাবে জব্দ করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাদের আরো প্রশিক্ষিত হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন। কনফারেন্সে আগত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি জানান, এখন থেকে রেকর্ড *৫ম পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ কলাম*

দৈনিক আজাদী

কোনো নিরপরাধ

৮ম পৃষ্ঠার পর

দেখে মেডিকেল সনদ প্রদান করা হবে এবং ডাক্তার সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য একজন ফোকাল পার্সন নিয়োগ করা হবে।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা প্রতিরোধমূলক। তাই ৫৪ ধারার ব্যবহার কম করতে হবে। রিমান্ড শুনানির সময় তদন্তকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তার সমাপনী বক্তব্যে অর্থঋণ আদালত ও পারিবারিক আদালতের ওয়ারেন্ট দ্রুততম সময়ের মধ্যে তামিল করার গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বিচার প্রার্থী মানুষের কল্যাণে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ন্যায়বিচার নিশ্চিতে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের নির্দেশ সিএমএম চট্টগ্রামের

চট্টগ্রাম চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উদ্যোগে আদালতের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মো. সোহেল উদ্দিন খান, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, মো. আবু বকর সিদ্দিক, মো. আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ মোস্তফা, এস. এম. আলাউদ্দিন মাহমুদ ও সুলতান জাহান তিলিয়া।
তাছাড়া অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) মো. মফিজ উদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সৈয়দ মাহবুবুল হক, চমেক পরিচালকের প্রতিনিধি ডা. নুরুল আলম, আঞ্চলিক মেডিসিনের ডাক্তার আবুল হাসান, টুরিস্ট পুলিশের প্রতিনিধি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পিবিআই) প্রতিনিধিসহ পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, জেলার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। কনফারেন্সে আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মফিজুল হক ভূঁইয়া।

কনফারেন্সের শুরুতে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান বিচার সংক্রান্ত বিষয়াবলীর অগ্রগতি তুলে ধরেন এবং ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো দূর করতে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানাগুলোকে নির্দেশ প্রদান করেন।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট থানার অফিসার ইন-চার্জদের তদন্ত করার সময় বিভিন্ন মামলার আলামত যথাযথভাবে জব্দ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের আরো প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দ্রুত ও সঠিকতার সাথে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।

কনফারেন্সে আরো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি জানান যে, এখন থেকে রেকর্ড দেখে মেডিকেল সনদ প্রদান করা হবে এবং ডাক্তার সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য একজন ফোকাল পার্সন নিয়োগ করা হবে। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা প্রতিরোধমূলক। তাই ৫৪ ধারার অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। বিচারের সময় তদন্তকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তার সমাপনী বক্তব্যে অর্থ ঋণ আদালত ও পারিবারিক আদালতের ওয়ারেন্ট দ্রুততম সময়ের মধ্যে তামিল করার গুরুত্ব আরোপ করেন। মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে কোনো ব্যক্তির স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বিচার প্রার্থী মানুষের কল্যাণে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

কনফারেন্সে আগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান। [illegible]